بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (১৬ মার্চ ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৬ মার্চ ২০১২-এর (১৬ আমান, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

গত জুমুআয় আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের তবলীগের অভিজ্ঞতা ও ঘটনাবলী বর্ণনা করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আরো কিছু ঘটনা আছে যা আগামীতে বলব। সেগুলো আজ উপস্থাপন করছি।

আমি পূর্বেও কয়েকবার বলেছি, এসব ঘটনা শোনানোর উদ্দেশ্য হল প্রধাণতঃ তাঁদের জন্য দোয়ায় উদ্বুদ্ধ করা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করেছিলেন এবং আমাদেরকে পুরষ্কারের ভাগী করেছেন, নয়ত আমাদের অনেকে হয়ত এই পুরষ্কার থেকে বঞ্চিত থেকে যেতো যা আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে নাযিল করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের পদমর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন। দ্বিতীয়তঃ সেসব পুণ্যকর্ম, ঈমানী সৎসাহস, ধর্মের জন্য তাঁদের আত্মাভিমান, ধর্মসেবার জন্য তাঁদের প্রবল আকাঙ্খা দেখে তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করা হল উদ্দেশ্য। আর যারা সরাসরি তাঁদের সাথে রক্তের সম্পর্ক রাখে না কিন্তু রূহানী সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ তারাও যেন এই সম্পর্কের কারণে নিজেদের মাঝে এক প্রকার উদ্দম ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে সেসব পুণ্যাত্মার হৃদয়ের ইচ্ছা ও আকাঙ্খাকে ভবিষ্যতে এগিয়ে নিতে পারে এবং নিজেদের প্রজন্মের মাঝেও এই ধারা অব্যাহত রাখতে পারে। কেবল তাহলেই আমরা সেসব পুণ্যাত্মার অনুগ্রহের সুবাদে অর্পিত নিজেদের কতর্ব্য পালন করতে পারব। অনেকে আমাকে লিখেন আবার অনেকে দেখা হলে বলেন, আপনি অমুক বুযূর্গ এর কথা বলেছিলেন, তাঁর সাথে আমার এই সম্পর্ক আছে বা আত্মীয়তা আছে। সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, ঐসব বুর্যূগের সাথে আত্মীয়তার

সম্পর্কের প্রকৃত মূল্যায়ন তখনই হবে যদি সঠিক অর্থে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয়। অতএব, এই দায়িত্ব বোধ এবং দায়িত্ব পালনের কথা সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখতে হবে।

আজ সর্বপ্রথম হযরত মিয়াঁ জামাল দ্বীন সাহেব বর্ণীত ঘটনা উপস্থাপন করছি। তিনি বলেছেন, **অমৃতসরের অধিবাসী মৌলভী নওয়াব দ্বীন, জাতে আঁরায়ী, মির্যায়ী বা কাদিয়ানীদের সংশোধন করছি বলে আত্মপ্রসাদ নিত আর গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত। তারাগড় গ্রাম যা নয়াপিন্ড নামে সমধিক পরিচিত, সেখানে তার বাড়ীর উত্তরে আঁরায়ী পাড়ায় এসেই উচ্চস্বরে চিৎকার করে ডাকতে আরম্ভ করল, এখানে কোন (কাদিয়ানী) আহমদী আছে কি? থাকলে আমার সামনে আসুক। বর্ণনাকারী বলছেন, আমি ছাড়া কোন আহমদী এখানে ছিল না, সবাই বিরোধী ছিল। কেউ কেউ আমার পরিচিত ছিলো। তারা পরামর্শ করে একজনকে পাঠাল আমাকে ডাকার জন্য যে, এসে মৌলভী সাহেবের মুখোমুখী হও।** তাদের গ্রাম কাছেই ছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, **আমি ভাবলাম! মানুষ তামাশা দেখতে চায়, সত্য ও বাস্তবতার সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। এর চূড়ান্ত ফল বিশৃঙ্খলাই হয়ে থাকে । ভাবলাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বাহাস মুবাহিসা বা ধর্মীয় বিতর্ক করতে বারণ করেছেন। অনর্থক তর্ক করব না।** এটি সে যুগের কথা যখন হযরত (আ.) মুবাহিসা বা ধর্মীয় বিতর্ক করা নিষেধ করেছিলেন। কারণ এর ফলে মৌলভী শ্রেণীর উপর এর কোন ভাল প্রভাব পড়ত না। **আমি বললাম বিতর্কের অনুমতি নেই, তবে ; যদি তারা অত্যুৎসাহী হয়ে থাকে আর বিশৃঙ্খলা রোধের দায়িত্ব নেয় তাহলে আমরা আপনাদের গ্রামে পৌঁছে যাবো। মৌলভী সাহেব যা যা আপত্তি আছে তা একবার উল্লেখ করলে আমরা বিতর্কে না জড়িয়ে একবারে সবগুলোর উত্তর বলে দেব কিন্তু কোন তর্কে জড়াব না। লোকজন শুনে নিজেরাই বুঝে নিবে।** অর্থাৎ গ্রামবাসী ও মৌলভী সাহেব এখানে এসে যাক। তিনি বলেন, **যে ব্যক্তি আমাকে ডাকতে এসেছিল আমার বার্তা নিয়ে সে ফিরে যায়।**

এদিকে সেই মৌলভী সাহেব তিন সঙ্গী নিয়ে অন্য রাস্তায় আমাদের গ্রামে পৌঁছে গেল এবং আমাদের গ্রামের প্রধানের সাথে দেখা করলে যিনি হিন্দু ছিলেন। মৌলভী সাহেব বলেন, তাকে মৌলভী(অআহমদী) বললো, যদি এখানে কোন মির্যায়ী (আহমদী) থাকে তাহলে আমার মুখোমুখী করাও। গ্রাম প্রধান আমাকে ডাকার জন্য একজনকে পাঠান। আমি পূর্বেই জেনে গিয়েছিলাম এবং আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলাম, হে আমার মালিক! আমি নির্বোধ ও অসহায়, আমার নিজের কোন দক্ষতা সম্পর্কে আমার কোন অহংকার নেই, তোমার ফযল বা অনুগ্রহ প্রয়োজন। তুমি সত্য প্রকাশ কর এই দোয়া করে আমি সেখানে গেলাম যেখানে মৌলভী সাহেব ছিলেন। সেখানে বহু হিন্দু-মুসলমানের সমাগম হয়। বিছানা পাতা হয় আমি ও মৌলভী মাঝখানে বসলাম। কিছুক্ষণ নিরবতা ছেয়ে থাকে। তারপর মৌলভী সাহেবের সাথে কথা বলা আরম্ভ করলাম। বললাম, মৌলভী সাহেব! আপনি কি কারণে সর্বত্র ঘুরে বেড়ান এবং সফর করেন? মৌলভী বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের মাঝে অনেক বিভেদ রয়েছে, আমি সংশোধনের নিমিত্তে ঘুরে বেড়াই। আমি বললাম, এ যাবত কতটা সংশোধন করেছেন? সংশোধনকারী হিসাবে আলেম, ফাযেলদের কাছ থেকে কতগুলো সার্টিফিকেট বা সনদ লাভ করেছেন? মৌলভী সাহেব বললেন, হ্যাঁ সনদ অর্জন করেছি। আমি বললাম, তাহলে সেগুলো আমাকে দেখান? মৌলভী সাহেব বললেন, আমি সেগুলো আমার গ্রামে রেখে এসেছি। মির্যা যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, নিজে কাফির হয়েছে (আমরা এমন কথা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি) **আর অন্যদেরও কাফির বানাচ্ছে আমার আসল উদ্দেশ্য এমন লোকদের সাথে বিতর্ক করা। এ কথা শুনে আমি বললাম, কি কারণে তিনি কাফির?**

আর কোন বিষয়ে বাহাস করবেন? মৌলভী বলল, তুমি উর্দূতে কথা বলছ! আমি আরবীতে কথা বলব। আমি বললাম, আমি তো আরবী বলতে পারি না! তাহলে পাঞ্জাবী ভাষায় কথা হোক। মৌলভী সাহেব বলল, ঠিক আছে পাঞ্জাবীতে কথা হবে। আমি বললাম, খুব ভাল কথা। মৌলভী সাহেব বলল, তোমার ধর্ম কি বল। আমি বললাম আপনি আপনার ধর্ম কি তা আগে বলুন? মৌলভী সাহেব বলেন, আমার মাযহাব হানাফী, আল্লাহ্‌কে আমি এক ও অদ্বিতীয় মানি, মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সত্য মানি, পবিত্র কুরআনের বিশটি আয়াত ও সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.)-কে স্বশরীরে চতুর্থ আকাশে জীবিত মানি, যারা এটি অস্বীকার করে তাদেরকে কাফির মনে করি এবং আমি শিক্ষিত (মাদ্রাসা পাস)।

এরপর বলে, আপনি আপনার মতাদর্শ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বলুন। এর উত্তরে আমি বলি, আমি আল্লাহ্ তা'লাকে এক ও অদ্বিতীয় মানি, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করি, কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ইস্রাঈলী নবী ঈসা (আ.)-কে মৃত জ্ঞান করি, আগমনকারী ঈসা (আ.) ও মাহদী এ উম্মত থেকেই হবেন। বর্তমানে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হবার দাবী করেছেন। আমি তাঁকে আন্তরিকভাবে সত্য মানি এবং যে তাঁকে মানে না আমি তাকে সত্যবিচ্যুত মনে করি আর আমি কোন সনদ-প্রাপ্ত (মৌলভী) হবার দাবি করি না। নিজেই পড়াশোনা করেছি আর একই সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সান্নিধ্যের কল্যাণে আমি ধন্য। তবে হ্যাঁ! আমি এ কথাও স্বীকার করি যে, বণী ইসরাঈলী হযরত ইবনে মরিয়মকে কুরআন শরীফের সুস্পষ্ট আয়াত ও মুত্তাসল মরফূ (অর্থাৎ এমন হাদিস যার রেওয়ায়েতের ধারা সোজা মহানবী (সা.) পর্যন্ত পৌছায়)-হাদীসের ভিত্তিতে কেউ যদি প্রমাণ করে দেয় যে, তিনি এ নশ্বর দেহসহ উত্তোলিত হয়েছেন এবং আজও তিনি জীবিত আছেন তবে তওবা করতে প্রস্তুত আছি। (তিনি বলেন, আমি মৌলভী সাহেবকে এ কথা বলেছি)। এ কথা শুনে মৌলভী সাহেব বলেন, আচ্ছা! তবে একটি অঙ্গীকার নামা লিখে তাতে স্বাক্ষর করে আমার কাছে হস্তান্তর কর। আমি একটি কাগজ-কলম আনিয়ে তাতে এ কথাগুলো লিখি এবং স্বাক্ষর করে মৌলভী সাহেবকে দিয়ে দেই। মৌলভী সাহেব সেই কাগজটি হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তফসীর মান? আমি বলি, কুরআন শরীফ ও সহীহ্ হাদীস সমর্থন করলে মানি। মৌলভী সাহেব পুনরায় বলেন, কুরআন করীম জান? আমি বলি, জানি। মৌলভী সাহেব আবার বলেন, কুরআন শব্দের অর্থ কি? তিনি বলেন, আমি জানতাম তিনি অনর্থক বিতর্কে জড়াতে চান। তখন আমি বলি, আমি এর উত্তর দেবো না, আগে প্রথম বিষয়ের সমাধান করুন। মৌলভী সাহেব আবার বলেন, ذَٰلِكَ الْكِتَابُ - এর অর্থ কি? আমি বলি, আমরা যে কাজে এখানে এসেছি (তা করুন) প্রথমে তা সম্পাদন করুন, আপনার আপত্তিগুলো উথাপন করুন, আমি (অন্য বিষয়ে কথা) বলব না। মৌলভী সাহেব পুনরায় পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা কত এই মর্মে প্রশ্ন করে বসলেন? আমিও বলি, আপনি পুনরায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করছেন। একথা শুনে মৌলভী বললেন, আমি কীভাবে বুঝব তুমি কুরআন জান? তখন আমি বললাম, আমি খোদা তা'লার কৃপায় আপনার চেয়ে ভাল জানি। আপনি যে প্রশ্ন করেছেন, আমি কসম খেয়ে বলছি আপনি যে প্রশ্ন করবেন এই অধিবেশনেই তার উত্তর দিব। অর্থাৎ এই অধিবেশনে বসেই উত্তর দেব এবং বৃথা তর্ক করব না। আমি অযথা বিতন্ডায় যাব না। মৌলভী বলল, পূর্ববর্তীদের তফসীর ও খলীফাদের কথা মান কি? আমি বল্লাম স্বানন্দে মানি। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.)-কেও মানি বরং যেভাবে মহানবী (সা.) এর উক্তি'' তোমাদের জন্য আমার সুন্নত বা রীতিনীতি এবং হিদায়াত প্রাপ্ত খোলাফাদের রীতিনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক'' অনুসারে মানি। আপনারা সে চারজন খলীফার মাঝেই খিলাফত সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন, কিন্তু আমরা মির্যা সাহেবকেও

আল্লাহ্‌র খলীফা বলে স্বীকার করি এবং তাঁর রীতি-নীতিকে মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ মনে করি। মোট কথা অপ্রাসঙ্গিক কথায় আধা ঘন্টা কেটে গেল। তখন মৌলভী সাহেব বলতে লাগলেন, তফসীর ব্যতিরেকে কুরআন বুঝতে পারবে না। আমি তাকে বললাম, এটি ভুল কথা। কুরআন বুঝতে হলে কেবল তফসীরের উপর নির্ভর করতে হবে, তফসীর না হলে কুরআন বুঝা যাবে না! এমনটি খোদা তা'লার অভিপ্রায় নয়। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনের দাবী হল, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ এবং وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ যা কারো মুখাপেক্ষী নয়। যাহোক, মৌলভী আসল কথার দিকে আসেনি, এদিক সেদিক কথা ঘুরাতে থাকে। অবশেষে গ্রাম-প্রধান বলেন, কুরআনের সে আয়াত উপস্থাপন করুন যদ্বারা মসীহ্‌র স্বশরীরে আকাশে যাওয়া প্রমাণিত হয়। মৌলভী সাহেব বলেন, গাম-প্রধান সাহেব! আয়াত আমি পেশ করব ঠিকই তবে সে মানবে না। মাতব্বর সাহেব বললেন, উনি না মানলেও অন্যরা মানবে। মৌলভী সাহেব বাধ্য হয়ে বললেন, আচ্ছা কুরআন আনাও। সে সময় দিল্লী থেকে প্রকাশিত ও অনুদিত কুরআনের একটি অনুলিপি আনিয়ে মৌলভী সাহেবের হাতে দেয়া হল। হাতে নিতেই তিনি বললেন, এটি মির্যার কুরআন, আমি এটি নিব না। আমি তাকে বললাম, বিলক্ষণ এটি মির্যা সাহেবের কুরআন নয়, চোখ খুলে দেখুন মৌলভী সাহেব! একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। আমি তখন বললাম, 'লা'নাতুল্লাহি আলাল কাযিবীন'। আমি তিনবার একথা উচ্চারণ করলাম। তখন মৌলভী সাহেব কুরআন হাতে নিলেন এবং লাইব্রেরী ও ছাপা খানার নাম দেখলেন আর জিজ্ঞেস করলেন, এর লেখক কে? আমি তখন বললাম, নাউযুবিল্লাহ্‌! আপনি একে খোদা তা'লার বাণী বলে স্বীকার করেন না? তাই তো লেখকের নাম জিজ্ঞেস করছেন। তখন মৌলভী বলল, না না ভুল হয়েছে, এটি কার সংকলন? আমি বললাম, মৌলভী সাহেব! বিবেক খাটান আর আয়াত বের করুন। মৌলভী সাহেব কুরআন খুলে এবং পাতা উল্টানো আরম্ভ করে দিলেন। বিশ মিনিট পর্যন্ত সে পাতা উল্টাতে থাকে কিন্তু কোন আয়াত খুঁজে পেল না। অবশেষে আমি তাকে বললাম, মৌলভী সাহেব! আপনি কুরআনের বিশটি আয়াতের কথা বলেছিলেন, যদি একটি না পান তবে অপরটি বের করে দিন, দ্বিতীয়টা যদি না খুঁজে পান তাহলে তৃতীয়টি খুঁজে বের করুন। যাহোক, মৌলভী সাহেব সেই আয়াতগুলো কুরআন থেকে দেখাতে পারে নি। তিনি বলেন, আমি মুখস্ত বলে দিচ্ছি। অবশেষে মৌলভী সাহেব বলতে লাগলেন, কুরআনে এই আয়াত পাওয়া যাচ্ছে না মুখস্ত বলে দিচ্ছি। এরপর মৌলভী সাহেব বলতে লাগলেন, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ (সূরা আলে ইমরান: ৫৬) মৌলভী সাহেব এর অনুবাদ করে, 'যখন আল্লাহ্‌ তা'লা বললেন, হে ঈসা! আমি তোমার আত্মাকে দেহ সহ সম্পূর্ণভাবে আকাশে উঠিয়ে নিব'। তিনি বলেন, এতে আমি বলি মৌলভী সাহেব! কুরআন থেকে সেই আয়াত বের করুন, আয়াতের শব্দ সামনে রেখে কথা হবে। মৌলভী সাহেব এরপর আবার কুরআন হাতে নিয়ে দশ মিনিট পর্যন্ত পাতা উল্টাতে থাকেন। কোন আয়াত পেলেন না। মানুষ তাকে ঠাট্টা করতে থাকে আর বলে যে, আপনার কুরআনের জ্ঞান বড়ই অদ্ভুত! একটি প্রসিদ্ধ আয়াতও আপনি খুঁজে পেলেন না এরপর সেখান থেকে তারা চলে যায়।

এমনই আরেকটি ঘটনা আছে যা আমি পূর্বেও আপনাদের শুনিয়েছিলাম। যাহোক, এটি হল মোটের উপর নাম সর্বস্ব আলেমদের অভ্যাস।

এরপর হযরত মুন্সী মাহবুব আলম সাহেব বর্ণনা করেন, 'রূহ জীবন বুটী' (কবিরাজি ঔষধের)-এর উদ্ভাবক হাকীম মুহাম্মদ আলী সাহেব যিনি জম্মু কাশ্মীরের রাজ চিকিৎসক ছিলেন; অবসর গ্রহণের পর লাহোরে বসতি স্থাপন করে। আমি তার কর্মচারী ছিলাম। সে-ও অধিকাংশ সময় বিরোধিতা করত এবং কদর্য ভাষা ব্যবহার করত। একদিন আলোচনার সময় সে হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর জন্য

‘দাইয়ুস’ শব্দ ব্যবহার করেছে, নাউযুবিল্লাহ্। আমি রাতে অনেক দোয়া করি, ইস্তেগফার করি যে, আমি এমন লোকের সাথে কেন কথা বলতে গেলাম যে এমন অশিষ্টাচার প্রদর্শন করেছে। কিন্তু রাতে মহাসম্মানিত খোদা আমাকে স্বপ্নে দেখালেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মরহুম মিয়াঁ চেরাগ দ্বীন সাহেবের বাসায় অবস্থান করছেন আর আমি তার সমীপে উপস্থিত হলাম। যখন আমি হুযূরকে আস্সালামু আলাইকুম বললাম, উত্তরে হুযূর ওয়া আলাইকুমু আস্সালাম বললেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি ‘দাইয়ুস’ বলে সে কোথায়? আমি বাহিরে তাকিয়ে মুহাম্মদ আলীকে আসতে দেখলাম, আমি বললাম মুহাম্মদ আলী হাকীম বাহিরে আছে, আসছে। হুযূর (আ.) বলেন, তাকে বলে দাও আমি তার সাথে সাক্ষাত করব না কেননা সে দাইয়ূস। এই স্বপ্ন দেখার পর কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হতেই, আল্লাহ্ তা’লার প্রতিশোধ দেখুন! তার মেয়ে এক কেরানির সাথে পালিয়ে যায়। গুজরাঁওয়ালা পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা কর্মকর্তা তাকে ধরে ফেলে। কেরানি বলে সে আমার স্ত্রী কিন্তু মেয়ে বলল, সে আমার কর্মচারী। উভয়ের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ছিল যে কারণে পুলিশের সন্দেহ হয়। তাদেরকে গুজরাঁওয়ালা স্টেশনে গাড়ি থেকে নামিয়ে ডেপুটি কমিশনারের সামনে উপস্থাপন করা হয়। সেখানে মেয়ে জবানবন্দী দেয়, আমার বাপ দাইয়ুস সে আমাকে বিয়ে দেয় না। মৌলভী হাকীম সাহেবের মেয়ে নিজে বিবৃতি দিচ্ছে, আমি বাধ্য হয়ে এই ব্যক্তির সাথে এক নবাব তনয়ের কাছে যাচ্ছি। যাহোক, সে তার ঘটনা তুলে ধরে। সেই কমিশনার বললেন, এতে তোমার পিতার সম্মানহানী হবে কাজেই তার কাছে ফিরে যাও। কিন্তু সে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানায় এবং বলে, আমার পিতা আমাকে মেরে ফেলবে। তখন ডেপুটি কমিশনার বলেন, আমরা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি কাজেই মেয়েকে লাহোরের ডেপুটি কমিশনারের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন, মেয়েকে কষ্ট দিবে না এই মর্মে জামানত নিয়ে মেয়েকে পিতার হাতে সঁপে দেয়া হোক। অতঃপর ডেপুটি কমিশনার সাহেব হাকীম সাহেবকে তলব করেন। কাচারিতে আসতেই হাকীম সাহেবকে ধমকান এবং বলেন, তুমি তো মহা দাইয়ুস। দ্বিতীয়বার ডেপুটি সাহেবের মুখে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি হলো। নিজের মেয়ের দেখাশোনা কর না, তুমি চরম নির্লজ্জ, মেয়েকে বিয়েও দাও না। পাঁচ হাজার রূপীর জামানত দাও তাহলে তোমাকে তোমার মেয়ে ফেরত দেয়া হবে। আর এভাবে আল্লাহ্ তা’লা প্রতিশোধ নিয়েছেন। অধিকন্তু যে শিক্ষণীয় পরিণতি হয়েছে তা হল, কিছুদিন পর দাইয়ুস হিসাবে শহরে মৌলভী সাহেবের নাম ছড়িয়ে পড়ে। সবাই তাকে দাইয়ুস বলে ডাকতে আরম্ভ করে। আর কিছুদিন পর সেই মেয়ে আবার পালিয়ে যায় এবং খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে।

হযরত আমীর খাঁন সাহেব বলেন, হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর মৃত্যুর পর যখন আমি শুনলাম চৌধুরী গোলাম আহমদ সাহেব পয়গামী বা লাহোরী হয়ে গেছেন তখন সেখানে গিয়ে আমি তাকে লাহোরীদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত করলাম। আলহামদুলিল্লাহ্ তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং লাহোরী ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করে কাদিয়ান চলে আসেন। একইভাবে চৌধুরী নিয়ামত খাঁন সাহেব সাব জজকে আমি খেড়ী গ্রামে তবলীগ করি এবং তিনি কিছুদিন পরই আহমদী হয়ে যান। এরপর তিনি যখন উনে’তে ছিলেন আমি শুনেছি তিনি পয়গামী ধ্যান-ধারণা পোষণ করেন তখন আমি পত্র যোগে তার সাথে মত বিনিময় করি এর ফলশ্রুতিতে তিনি নিজেই নিজ ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন করেন।

মোটকথা আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় এখন লাহোরীদের সংখ্যা এমনিতেই অতি অল্প অবশিষ্ট রয়েছে এবং যে-যে স্থানে ছিল সেখানে অনেকেই গত দু’তিন বছরে বড় সংখ্যায় আহমদীয়াতে পুনঃ দীক্ষিত হয়েছে।

হযরত মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, একবার আমি হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলাম। হযরত আকদাস তখন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর সাথে একজন সাহাবীও ছিলেন। সেই সাহাবী আমাকে দেখে হযরত সাহেবকে বললেন, ইনি খিবাওয়ালার মৌলভী আব্দুল্লাহ্, তার সাথে অনেক জোরালো বিতর্ক হয়েছে অর্থাৎ তবলীগি বিতর্ক ও আলোচনা ইত্যাদি হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তাকে বিজয় দান করেছেন। হযরত সাহেব বললেন, হ্যাঁ সবসময় সত্যেরই জয় হয়। এই পবিত্র বাক্যাবলী সেই পবিত্র মুখ থেকে শুনে আমি মানসিক প্রশান্তি লাভ করলাম এবং যারপর নাই আনন্দিত হলাম আর আমি নিশ্চিত হলাম যে এই মুখ হতে এ বাক্য নিসৃত হয়েছে তাই আমার প্রত্যয় জন্মেছে, আমি সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকব এবং আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা আমাকে বিজয় দান করবেন। আর তখন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত কোন মুকাবিলায় আমি পরাজিত হইনি, তিনি আমাকে বিজয়ই দান করা হয়েছে।

হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ আলী সাহেব বর্ণনা করেন, আমার পিতা শিয়ালকোটের জলসায় যান এবং সেখান থেকে এসে তবলীগ শুরু করেন। বয়আত গ্রহণের পর তিনি সেখানে ফিরে আসেন। তাঁর তবলীগে 'ঘাটিয়ালিয়া' গ্রামের লোক ব্যাপকহারে বয়আত করতে লাগলো। আমি সম্ভবতঃ গোলাম রসূল বসরা সাহেবের কাছে শুনেছি ঘাটিয়ালিয়ায় যখন ব্যাপকহারে লোকদের বয়আত গ্রহণ করা আরম্ভ করল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জিজ্ঞেস করলেন 'ঘাটিয়ালিয়া' কি? গ্রাম না শহর? চৌধুরী মুহাম্মদ আলী সাহেবের ভাই হাকিম আলী সাহেব বলেন, এটি সঠিক রেওয়ায়েত। (ঘটনার সত্যায়ন হচ্ছে) হযরত শেখ আবদুর রশীদ সাহেব বর্ণনা করেন, মৌলভী মুহাম্মদ আলী বোপাড়ী অ-আহমদী এখানে আসা যাওয়া করতেন। তাঁর কণ্ঠ ছিল সুমধুর, তার বক্তৃতা শোনার জন্য অনেক মহিলারা যেত। কণ্ঠ সুমধুর ছিল এবং ওয়াজও ভালো করতেন। তিলাওয়াতও ভালো করতেন যা লোকদের আকৃষ্ট করতো। সে আসলে আমাদের এখানে এক সাথে দু-তিন মাস অবস্থান করত। সে এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা শুরু করে আর গালমন্দও করতে থাকে। তার সাথেও তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হয়। আমার পিতামাতা আমাকে জবাব দিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ ঘর থেকে বহিস্কার করেন। আমার মা বেশী কঠোরতা প্রদর্শন করতেন কেননা তার উপর বোপড়ীর অনেক প্রভাব ছিল। পিতামাতা বললেন. তোমাকে ত্যাজ্য করব, কয়েক মাস লাগাতার আমাকে ঘরের বাইরে থাকতে হয়েছে। আমার পিতা আমার মাকে বলতেন, শুরুতে সে ধর্মের প্রতি উদাসীন ছিল ঘুমিয়ে থাকতো। এখন নামায পড়ে তাহাজ্জুদ পড়ে, তাকে কি কারণে ত্যাজ্য করব? একদিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা ছিল, হুমকি দেয়া হচ্ছিল ত্যাজ্য ঘোষণা করব আর অপর দিকে এটিও দেখতেন, আহমদী হবার পর তার জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও জাগতিক বিষয়াদিকে সামনে রেখে (আমার পিতা) বলতেন মির্যাইয়্যাত (আহমদীয়াত) ছেড়ে দাও। আমি তাকে বলতাম, আমাকে বুঝিয়ে দিন। ইতোমধ্যে কয়েকবার মৌলভী মুহাম্মদ হুসেইন সাহেবের সাথে মতবিনিময় হয়েছে। মৌলভী মুহাম্মদ হুসেইন সাহেব আমাদের কাছে ঋণী ছিলেন ঋণ আদায়ের জন্য আমার পিতা আমাকে তার কাছে পাঠাতেন। একবার মৌলভী সাহেব একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছেন যাতে তিনি তিনি খুনী মাহদী সংক্রান্ত বিশ্বাসের বিরোধিতা করেন আর বলেন এতদসংক্রান্ত হাদীসগুলো জাল হাদীস অর্থাৎ মানুষের বানানো হাদীস এগুলো সঠিক নয়। হুযূর (আ.)-এর কাছে এ বিজ্ঞাপন পৌঁছলে তিনি তা পড়ার পর কয়েকটি প্রশ্ন তৈরী করেন 'গুড়গাঁও' এর ডা: মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবকে মৌলভীর কাছে পাঠান। তিনি ফতওয়া সংগ্রহের জন্য আলেমদের দ্বারে ধর্ণা দেন। কিছু সংখ্যক আলেম ফতওয়া দেয় আবার কিছু সংখ্যক অস্বীকার

করল। মৌলভী মুহাম্মদ হুসেইনের এ ইশতেহার পৌঁছার পর অন্যদের কাছ থেকে তাদের ফতওয়া আনার জন্য পাঠালে তারা কি বলতো তা ডাক্তার সাহেব হযরত সাহেবকে শুনাতেন। কিছু সংখ্যক তার বিরুদ্ধে ফতওয়া দিল, কিছু সংখ্যক নিজেদের গাঁ বাঁচাল। যাহোক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে ডাক্তার সাহেবকে মৌলভীদের কাছে পাঠিয়েছিলেন তিনি বলেন, আমি কখনো কখনো আঙ্গুর বা অন্যান্য ফল মৌলভীদের দিতাম আর তারা পছন্দসই ফতওয়া প্রদান করত। মৌলভী সাহেবকে গিয়ে তোহ্ফা দেন তাতেই কাজ হয় বলেন, যেমন খুশী তার কাছ থেকে ফতওয়া নাও। বর্তমান অবস্থাও তাই কিন্তু বর্তমানে রেট একটু বেশী। যদিও পূর্বে ফতোয়া প্রদানে অস্বীকার করতো কিন্তু কিছু উপঢোকন দিলে ফতওয়া প্রদান করত। হযরত সাহেব একথা শুনে (পাগড়ীর কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে) হাসেন। তিনি বলেন, আমি মৌলভী সাহেবের ফতওয়া সম্বলিত এ পত্রিকা পড়েছিলাম যা মৌলভী মোহাম্মদ হুসেইন সাহেব প্রকাশ করেছিলেন। মৌলভী মোহাম্মদ হুসেইন সাহেবের সাথে যখন মত বিনিময় হত তখন আমি এটির উল্লেখ করতাম। একদিন আমি তাকে বললাম, আপনি যা প্রকাশ করেছেন সেটিই হচ্ছে মাহদী সম্বন্ধে আপনার বিশ্বাস অর্থাৎ খুনি মাহদী আসবে না এবং এ সম্পর্কিত হাদীস সমূহ দুর্বল ও ধারণা প্রসূত। অপরদিকে লোকদেরকে আপনি বলেন, মাহদী আসবে। আপনি দু'রকম কথা কেন বলছেন। তাদেরকে আপনার প্রকৃত বিশ্বাস কেন বলেন না। কিন্তু তিনি আমার কথার কোন উত্তর দিতেন না। প্রত্যেক বারই একথা বলতেন, যাও তুমি মির্যায়ী হয়ে যাও, এতে তোমার কি।

হযরত শেখ মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব; পিতা শেখ মুসিতা সাহেব বলেন, একবার হযরত আকদস মসীহ্ মওউদ (আ.) আসরের নামাযের পর মসজিদে মোবারকে বসেন। তখন একজন নতুন বন্ধু বললেন, হুযুর! আমাদের গ্রামে একজন মৌলভী সাহেব এসেছেন এবং রাতে অ-আহমদীরা তাকে ঘরের ছাদে দাঁড় করিয়ে ওয়াজ করিয়েছে। আমরাও সেখানে গিয়েছিলাম। সেই মৌলভী সাহেব 'লা নাবিয়্যা বা'দী' সম্বলিত হাদীস পাঠ করে এ সম্পর্কে মানুষকে খুব উত্তেজিত করে এবং বলে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'আমার পরে আর কেউ নবী হবে না' আর কাদিয়ানের মির্যা সাহেব বলে, আমি নবী ও রসূল, বল আমরা কি করব? তিনি বলেন, আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মৌলভী সাহেব, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মসজিদে নববী সম্পর্কে বলেছেন, 'এরপর কোন মসজিদ হবে না'। আপনি আমায় বলুন এর কি অর্থ? এই মসজিদ সংক্রান্ত হাদীসের যে অর্থ আপনি করবেন আমরা 'লা নাবীয়্যা বা'দী' সংক্রান্ত হাদীসের সে অর্থই করব। আর আপনাকে এটিও বলে দিচ্ছি, তাঁর (সা.)-এর নিয়ে আসা শরীয়তকে রহিত করবে এমন কোন নবী আসতে পারে না কেননা, তাঁর (সা.) শরীয়ত সর্বশেষ শরীয়ত। এজন্যই এর পরে কোন নতুন শরীয়ত আনয়নকারী নবী আসতে পারে না। তিনি বলছেন, এতে সে কান্ডজ্ঞান হারিয়ে গালি দেয়া আরম্ভ করে। যখন কোন উত্তর খুঁজে পায় না তখন এমনই হয়। **আবার আমি বললাম, মৌলভী সাহেব আপনার গালির প্রতি উত্তর আমরা দিব না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই বন্ধুর একথা শুনে খুবই খুশি হলেন এবং মুচকি হাসলেন।**

এমন কথা আজকালও উঠানো হচ্ছে। অধিকাংশ লোকদের মন একথা বলে বিষিয়ে তোলা হয় যে, রসূলে করীম (সা.)-এর পরে কোন নবী আসতে পারে না অথচ এরা মির্যা সাহেবকে নবী মানে। পাকিস্তানে আহমদীদের বিরুদ্ধে মূলতঃ এ বিষয়কে ভিত্তি করেই মুখালিফাত হচ্ছে।

মোকাররম মিঞা শরাফত আহমদ সাহেব তার পিতা মরহুম হযরত মৌলভী জালাল উদ্দীন সাহেবের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমার পিতার ধর্মের সেবা করার খুবই আগ্রহ ছিল। আর বৃদ্ধ বয়সেও এক্ষেত্রে তিনি প্রতিযোগিতায় যুবকদের তুলনায় এগিয়ে যেতেন। ১৯৩৪ সালে হযরত

খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর যুগে জুমুআর খুতবায় তিনি তাঁর মৃত্যুকে শাহাদত হিসেবে আখ্যায়িত করেন। আর সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মৌলভী সাহেব যুবকদের তুলনায় বেশী কাজ করতেন। হুযুর বলেন, তিন ব্যক্তিকে আমি দেখেছি যাঁরা তবলীগের ক্ষেত্রে যুবকদের মত কাজ করতেন, একজন হলেন মরহুম হাফিয রওশন আলী সাহেব, দ্বিতীয়জন মৌলভী সাহেব এবং তৃতীয়জন মরহুম মৌলভী গোলাম রসূল সাহেব রাজেকী। এই তিনজন দিন-রাত দেখেন না, সর্বদা তবলীগেই লেগে থাকেন।

পুনরায় শরাফত আহমদ সাহেবেরই ঘটনা, তিনি তার পিতা মৌলভী জালাল উদ্দীন সাহেবের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমার পিতা তবলীগ সম্পর্কে তাঁর একটি স্বপ্ন বর্ণনা করতেন। তিনি বলেছেন, একদিন আমি স্বপ্নে দেখি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের ঘরে অথবা গ্রামে (সেটা স্মরণ নেই) আসেন আর আমার কাছে কলম চান, এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিছুদিন পরই আমি কাদিয়ান গেলাম। আমার সাথে ধোপা কর্তৃক ধোয়া দুই রিজ অর্থাৎ পাঁচ গজের দু'টুকরো সাদা খদ্দর কাপড় ছিল। রিজ হয়তো পাঞ্জাবীতে বলা হয়।

দুই রঙ্গের দু'টি হোল্ডার নিয়ে হুযূর (আ.)-এর বরাবরে তা উপস্থাপন করি আর হুযূরের কাছে কলম চাওয়ার ব্যাখ্যা জানতে চাই। হুযূর (আ.) অত্যন্ত স্নেহের সাথে আমার তুচ্ছ উপহারকে গ্রহণ করে বলেন, আপনি স্বপ্নকে পূর্ণ করে ফেলেছেন। কলমের অর্থ হচ্ছে আপনি ধর্মের সেবা করবেন লেখনি ও বক্তৃতার মাধ্যমে। আমার পিতা বলেন, এরপর আমি আমার সর্বশক্তি তবলীগে নিয়োজিত করি আর খোদা তা'লার কৃপায় তাঁর চেষ্টা ফলপ্রদ প্রমাণিত হয়েছে। তার উভয় ভাই বয়আত করেন যাদের একজন নিজ অঞ্চলে গণ্যমান্য আলেম ছিলেন। যাদের একজন ছিলেন ফিরোজপুর নিবাসী মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব। যখন বিরোধীরা অবগত হল যে, এরা দু'ভাই অর্থাৎ মৌলভী জালাল উদ্দিন সাহেব এবং মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব আহমদী হয়ে গেছেন তখন তাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায় (শক্তি কমে যায়)। মুহাম্মদ আলী বুঢ়িয়া এবং মাহমুদ শাহ্ ওয়াএজ এই দু'ব্যক্তি ওযিরা থেকে কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়। এরা অ-আহমদী ছিলো আর তাদের আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে এরা ফিরোজপুর পর্যন্ত একে অপরের কাঁধে হাত রেখে এমনভাবে ক্রন্দন করতে থাকে যে, মনে হয় যেন কোন নিকটাত্মীয় ইন্তেকাল করেছেন। অতঃপর মৌলভী সাহেবের চেষ্টায় ফিরোজপুরের ঘারিপাড়লাধে, রুতনে ওয়ালা, লানহিয়ানিসহ বিভিন্ন স্থানে নিবেদিতপ্রাণ জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

অতঃপর মিয়া শরাফত আহমদ সাহেবেরই একটি ঘটনা আছে, মৌলভী জালাল উদ্দিন সাহেব-এর সম্পর্কে লিখা। তিনি লিখেন, আমার পিতা ১৯২৪ সালে তবলীগের উদ্দেশ্যে মালকানায় যান এবং সেখানে বাঞ্জারো এবং মালকানায় ইসলামের প্রচার করতে থাকেন। মালকানা এবং বাঞ্জারো ছাড়া তিনি অত্রাঞ্চলের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথেও সুসম্পর্ক গড়ে তুলেন। শাসকশ্রেণীর সাথেও ছেড়া ও পুরাতন কাপড় পরিহিত অবস্থায় সাক্ষাত করতেন। তারা এটি দেখে অনুপ্রাণিত হতো যে, সত্তর/আশি বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধ নিজের মালামাল কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যার দিবানিশি কেবল একটিই স্বপ্ন যে, লোকেরা যেন মুসলমান হয়ে যায় আর আহমদীয়াত গ্রহণ করে। তিনি তাদের কাছ থেকে কিছু চাঁদাও আদায় করতেন। লোকেরা স্বানন্দে এ জন্যই দিত যে, এই জামাত কাজের জামাত। এই অঞ্চলেও তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টায় অনেক মানুষ আহমদীয়া জামাতে প্রবেশ করেছে।

হাফিয গোলাম রসূল উজিরাবাদী সাহেব বর্ণনা করেন, একবারের ঘটনা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মিয়া বশীর উদ্দিন আহমদ সাহেবের ঘর যার দরজা দুই ছাদযুক্ত গলীতে ছিল সেখানে আসেন আর অনেক বন্ধুদের একত্রিত করে বলেন, আমি এখানে উচ্চ বিদ্যালয় এজন্যই প্রতিষ্ঠা করেছি যেন লোকেরা

এখান থেকে জ্ঞান অর্জন করে বাহিরে গিয়ে তবলীগ করে। অথচ আক্ষেপ! মানুষ জ্ঞান অর্জন করার পর নিজেদের কাজ-কর্মে লেগে যায় আর আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। কেউ কি আছে যে তার ছেলেকে শুধু ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য আমার হাতে সোপর্দ করবে। সেই সময় আমার ছোট ছেলে মরহুম মৌলভী আব্দুল্লাহ্ আমার পাশে ছিল। আমি তাকে হযরত সাহেবের হাতে সঁপে দিলাম। হযরত সাহেব তার নিজ পবিত্র হাতে তাকে গ্রহণ করে তদানিন্তন মাদ্রাসা আহমদীয়ার সাহায্যকারী কর্মী মিয়াঁ ফযল দ্বীন সাহেব শিয়ালকোটী সাহেবের হাতে দিয়ে বলেন, এই ছেলেকে মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেবের হাতে সোপর্দ কর। সেই সময় মুফতী সাহেব মাদ্রাসা আহমদীয়ার হেডমাস্টার ছিলেন। মোটকথা, তিনি মাদ্রাসা আহমদীয়াতে ভর্তি হয়ে আলেম ফাযেল পাশ করলেন এবং খলীফা সানী (রা.) তাঁর খিলাফতকালে তাকে মরিশাসে মুবাল্লিগ হিসেবে পাঠিয়ে দেন যিনি পৌনে সাত বছর সেখানে তবলীগের কাজ করেছেন। অবশেষে নিয়তি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা তাকে মৃত্যু দেন। তিনি স্ত্রী, এক মেয়ে এবং অল্পবয়স্ক এক ছেলে রেখে গেছেন যাদের হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) নির্দেশ মোতাবেক আমি গিয়ে ১৯২৪ সালে নিয়ে আসি। দু'বছর পর তার স্ত্রী ফাতেমা বিবি ইন্তেকাল করেন যিনি আমার ছোট ভাই হাফিয গোলাম মুহাম্মদ সাহেবের মেয়ে ছিলেন। ইনিও অত্যন্ত বাগ্মী মুবাল্লিগ ছিলেন। তিনি লিখেন, তার স্ত্রীও অনেক ভাল মুবাল্লিগা ছিলেন। 'আল্লাহুম্মাগফির লাহা ওয়ার হামহুমা' অতঃপর বলেন, দু'টি সন্তানই আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার শিক্ষাধীন রয়েছে। (যখন এটি লিখেছি) মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলে আমার কাছে ছিল যার নাম বশীরউদ্দীন আর এখন মাদ্রাসা আহমদীয়াতে শিক্ষাগ্রহণ করছে। আমার আন্তরিক ইচ্ছা, সে শিক্ষার্জন করে তার পিতা শহীদ মরহুম মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সাহেবের জায়গায় গিয়ে তবলীগের কাজ করবে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এ সুযোগ তার হয়েছে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকেও মরিশাসে পাঠিয়েছেন। ইনিও দীর্ঘদিন সেখানে ছিলেন। তার সন্তান-সন্ততিও হয়তো সেখানেই থাকে। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে থেকে কেউ মুবাল্লিগ হয়নি কিন্তু যাহোক, তিনিও মরিশাসে দীর্ঘকাল জামাতের খিদমত করেছেন।

অতঃপর মিয়াঁ শরাফত আহমদ সাহেব তার পিতা মরহুম মৌলভী জালাল উদ্দীন সাহেবের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, জুমুআর দিন তিনি ঘনো কা নাঙ্গলে নামে এক জায়গায় জুমুআর নামায পড়ানোর জন্য যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে ঘরোর গ্রামে ক্ষুধার কারণে দু'পয়সার ছোলা ক্রয় করলেন। কাপড়-চোপড় পরিস্কার করলেন এবং ছোলা ইত্যাদি খেয়ে যাত্রার প্রস্তুতি নিলেন। ঘাট থেকে বের হতেই 'লু' বা প্রচন্ড গরম বাতাসের ঝাপ্টা লাগে। গরমের দিন ছিল, তিনি বেহুশ হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকেন। কোন পথিক ঘরোর থানায় গিয়ে বলল, কাদিয়ানী মৌলভী সাহেব 'লু' বা গরম বাতাসের ঝাপ্টায় অসুস্থ হয়ে রাস্তায় পড়ে আছেন। একথা শুনে তার ভক্ত একজন সৈন্য দৌঁড়ে আসলেন। তিনি রাস্তায় কোন এক্কা বা টাঙ্গা ইত্যাদি পেলেন না। সে উপায়ান্তর না দেখে ধীরে ধীরে তাকে শহরের দিকে নিয়ে আসে।

যেহেতু গরম বাতাসের ঝাপ্টা ছিল ভয়াবহ আর প্রবল গরম বাতাস বইছিল তাই তার ভেতর কোন শক্তি ছিল না। শহরের বাইরে একটি ধর্মশালা ছিল, তার বারান্দায় শুয়ে পড়লেন লোকেরা বলতে থাকে, সামনে অগ্রসর হোন, কিন্তু তিনি বললেন যে যথেষ্ট হয়েছে যেখানে পৌছানোর কথা ছিল পৌঁছে গেছি। লোকেরা ঔষধ পত্র দিলেন, কিন্তু কোন কিছুতে কাজ হলো না। লোকেরা বার বার বললেন যে আপনার ছেলেকে টেলিগ্রাম পাঠাই তিনি বললেন, সে ছোট ঘাবড়ে যাবে। এখন খোদার ইচ্ছা সিরোধার্য এই কথা বলার পর সেই সচ্ছহৃদয় মানুষটি নিজের মনিবের ধর্মসেবার নির্দেশের পূর্ণ আনুগত্য করতে গিয়ে আপন স্রষ্টার সাথে গিয়ে মিলিত হন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । বলা হয়ে থাকে যে, মরহুমের জানাযা অ-

আহমদীরাই পড়েছিল সেখানে কোন আহমদী ছিল না, আর তারাই দাফন করেছিল। খোদা তা'লা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিন আহমদী বন্ধুরা তা জানতে পেরে এই অধমকে (অর্থাৎ তার ছেলেকে) এবং খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে সংবাদ দেন। হুযুর জুমুআর সময় তাঁর কথা উল্লেখ করেন এবং নামাযের পর গায়েবানা জানাযা পড়ান। মরহুম মূসী ছিলেন এ জন্য তাঁর কতবাহ্ বেহেশতী মাকবেরায় লাগানো হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা সেসব বুযূর্গের পদমর্যাদা উত্তরোত্তর উন্নীত করুন এবং সেই চেতনাকে চিরকাল আমাদের মাঝে এবং তাঁদের পরবর্তী বংশধরের মধ্যে চিরজাগরুক রাখুন।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি পড়ছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এক জায়গায় বর্ণনা করেন:

'আমি সেসব মৌলভীকে ভ্রান্তিতে নিপতিত মনে করি যারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরোধী, আসলে তারা নিজেদের অজ্ঞতা ও দুর্বলতাকে ঢাকার জন্য এমন করে থাকে, তাদের মাথায় এই কথা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার জন্ম দেয় আর মানুষকে বিভ্রান্ত করে। আর তারা এই ঘোষণা দিয়ে রেখেছে যে, যুক্তি ও বিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরোধী বিষয়। যেহেতু নিজেরা দর্শনের দুর্বলতা প্রকাশ করার শক্তি রাখে না তাই নিজেদের দুর্বলতাকে ঢাকার জন্য বলে থাকেন, আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করা বৈধ নয়। তাদের আত্মা দর্শনের ভয়ে কম্পমান এবং নতুন গবেষণার সামনে নতজানু'।

অতঃপর তিনি (আ.) আরো বলেন, **'কিন্তু সেই সত্য দর্শন তারা হস্তগত করতে পারে নি যা খোদা প্রদত্ত ইলহামের কল্যাণে সৃষ্টি হয়ে থাকে যাতে কুরআন করীম পরিপূর্ণ। আর তা কেবল তাদের দেয়া হয়ে থাকে যারা পরম বিনয় ও আত্মবিলীনতার মাধ্যমে নিজেদেরকে আল্লাহ্ তা'লার দ্বারে লুটিয়ে দেয়। যাদের মন ও মস্তিস্ক থেকে অহংকারের দুর্গন্ধ বেরিয়ে যায়। আর যারা নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করে বিনয়ের সাথে প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে নেয়'।**

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, **'অতএব আজকাল ধর্মের সেবা ও আল্লাহ্র নামকে সমুন্নত রাখার জন্য কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সাথে আধুনিক জ্ঞান অর্জন কর। তবে সতর্কবাণী স্বরূপ আমার যে অভিজ্ঞতা আছে তা বর্ণনা করে দিতে চাই। তাহলো, যারা কেবল এসব বিষয়ে মগ্ন থাকে** (অর্থাৎ কেবল তাতে ডুবে যায় আর ধর্ম-কর্ম শিখে না) **এতটা নিমগ্ন ও মত্ত হয় যে, কোন হৃদয়বান এবং খোদা প্রেমিকের সাহচর্যে বসার তারা সুযোগ পায় না আর তারা নিজেদের মাঝেও ঐশী জ্যোতি রাখে না। তারা প্রায়ক্ষেত্রে হোঁচট খেয়ে ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। ঐ সকল বিষয়কে ইসলামের অধিনস্ত করার পরিবর্তে ইসলামকে এ বিষয়সমূহের অধিনস্ত করার নিরর্থক চেষ্টা করে ধর্মীয় এবং জাতীয় সেবা করছে বলে আত্মপ্রসাদ নেয়। তবে স্মরণ রাখবে, এ কাজ সেই করতে পারে অর্থাৎ ধর্মীয় সেবা সেই করতে পারে যে নিজের ভেতর ঐশী জ্যোতি রাখে। কাজেই এই ঐশী জ্যোতি লাভ করার চেষ্টা কর'।**

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, **'আমার একথা গুলোর উদ্দেশ্য হল, তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ আর এ সম্পর্কের সুবাদে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে গেছ**। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)- এখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শব্দ ব্যবহার করেছেন যা অনেক বড় সম্মান সূচক(শব্দ) আমাদের জন্য। মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপনা-আপনি কাজ করতে পারে না, মস্তিষ্ক যে নির্দেশ দেয় সে অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ প্রত্যাশা পূর্ণ করার চেষ্টা করা প্রত্যেক আহমদীর অনেক বড় দায়িত্ব। আমাদের কাজ যেন ইসলাম ও কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা অনুযায়ী হয়, যার উপদেশ বারংবার

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দিয়েছেন। যাকে বাদ দিয়ে আমরা আমাদের বয়আতের সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারব না। তিনি (আ.) বলেন, **'তোমরা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে গেছ, এ বিষয়গুলো মেনে চল। বিবেক-বুদ্ধি এবং আল্লাহ্‌র বাণীর ভিত্তিতে কার্জ সাধন কর যেন সত্যিকার তত্ত্বজ্ঞান এবং বিশ্বাসের জ্যোতি তোমাদের মাঝে সৃষ্টি হয় আর তোমরা অন্যদের অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশা দেয়ার মাধ্যম হও। কেননা বর্তমানে আপত্তির ভিত্তি পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়াদীর উপর তাই বিজ্ঞানের এ সকল শাখার প্রকৃতি এবং ধরন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কর যেন উত্তর দেয়ার পূর্বে আপত্তির স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে যায়। তোমরা আমার কথা শুনে রাখ এবং ভালভাবে হৃদয়ে গেঁথে নাও যে, মানুষের কথোপকথন যদি পবিত্র ও আন্তরিক না হয় আর কর্মের শক্তি যদি এর পিছনে না থাকে তবে সেটি ফলদায়ক হয় না।** যে কথাই বলবে তা আন্তরিক হওয়া চাই আর তোমাদের আমলও সে অনুযায়ী হওয়া উচিত নতুবা সেটি ফলদায়ক হবে না। তিনি (আ.) বলেন, **'এতে আমাদের নবী (সা.)-এর মহান সত্যতা প্রমাণিত হয়। কেননা যে সফলতা এবং হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারী শক্তি তাঁর ভাগ্যে এসেছে সেটির কোন দৃষ্টান্ত মানব ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এসব কিছু এ কারণে সম্ভব হয়েছে যে, তাঁর (সা.) কথা ও কাজে সম্পূর্ণ মিল ছিল'।**

অতএব তাঁর জীবনাদর্শের সঠিক অনুসরণ আমাদের জন্য আবশ্যকীয় আর সেটি কেবল তখনই সম্ভব যখন কি না আমাদের কথা ও কাজে সামঞ্জস্য থাকবে। যদি আমরা অনুরূপ কাজ করি কেবল তবেই আমাদের প্রচেষ্টার উত্তম ফল প্রকাশ পাবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই ইচ্ছা বাস্তবায়নের সামর্থ দান করুন আর আমরা যেন ধর্মের প্রচার করতে পারি আর মানুষকে যেন সঠিক পথের দিশা দিতে সক্ষম হই। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হবার দায়িত্ব পালন করতে পারি। আমাদের কথায় ও কাজে কখনো যেন বিরোধ না থাকে। কখনো দাজ্জালী শক্তি ও জাগতিক জ্ঞানে যেন আমরা প্রভাবান্বিত ও প্রতাপান্বিত না হই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই মূল বিষয় এবং এই মূলকে বুঝার সামর্থ্য দান করুন।

আজকেও একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব, এটি নাইজারের আগাদিশের সুলতানের জানাযা। গত ২১ ফেব্রুয়ারী ৭৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون। তার নাম আলহাজ্ব উমর ইব্রাহীম। তিনি ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি নাইজারের সবচেয়ে বড় রাজা ছিলেন। নাইজারের ঐতিহ্যবাহী রাজাদের প্রেসিডেন্ট এবং দেশের প্রেসিডেন্টের বিশেষ কাবিনায় চার সদস্যের একজন ছিলেন। নাইজারে পনেরশত হিজরী থেকেই আগাদীশ রাজত্বের সূচনা হয়। মরহুম ১৯৬০ (খ্রিস্টাব্দে) আগাদীশের সুলতান মনোনীত হন এবং একান্নতম সুলতান ছিলেন। এভাবে প্রায় ৫১/৫২ বছর তিনি সুলতান ছিলেন। নাইজারে তাকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হত। গোলযোগপূর্ণ আগাদীশে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি মূখ্য ভূমিকা রাখেন, যেন তিনি শান্তির প্রতীক ছিলেন। ২০০২ সালে বেনিনের জলসায় বার সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের সাথে প্রায় আড়াই হাজার কি:মি: পথ অতিক্রম করে জলসায় যোগদান করেন। জলসার পর বেনিনে এক সপ্তাহ অবস্থান করেন। তিনি আমীর সাহেবের সাথে বেনিনের বিভিন্ন জামাতে যান এবং আহমদীয়াতকে খুব কাছে থেকে দেখেন। নাইজার ফেরার পূর্বে বয়আত করে ফেরত যাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তাই তিনি তার সাথে আগত বার সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল সহ বয়আত করে আহমদীয়া জামাতভূক্ত হন। তিনি বলেন, বেনিনের জলসায় হাজার হাজার মানুষকে নামায পড়তে দেখে আমি যারপরনাই আনন্দিত। আমরা মুসলমান দেশ থেকে এসেছি। কিন্তু কখনো সেখানে কেবল আল্লাহ্‌র জন্য এত লোককে একত্রিত

হতে দেখিনি। তিনি ২০০৩ সালে যুক্তরাজ্যের জলসায় যোগদান করেন এবং আমার সাথে এটি ছিল তার প্রথম সাক্ষাত। তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী, মিশুক এবং অনেক গুণের অধিকারী একজন মানুষ ছিলেন। যখন তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ইন্তেকালের সংবাদ পান স্বয়ং নিয়ামী মিশন হাউসে আসেন এবং মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেবকে সমবেদনা জানান। তার সন্তানদের মাঝে আঠারজন ছেলে ও বারজন মেয়ে রয়েছে। তিনি ৪/৫টি বিবাহ করেছেন। নাইজারের মুবাল্লিগ ইনচার্জ আকবর আহমদ সাহেব বলেন, দু'বার তিনি আগাদীশ যাবার সুযোগ পেয়েছেন। সুলতান সাহেব অত্যন্ত অতিথি পরায়ন ছিলেন। মিশনারী ইনচার্জ সাহেবের প্রতি উত্তম আতিথিয়তা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন। দেশের রাজধানী নিয়ামীতে যখন আসতেন খাকসার তার সাথে সাক্ষাত করতে গেলে তিনি খুবই আন্তরিকতার সাথে সাক্ষাত করতেন। সর্বদা জামাতের কথা ও খলীফাতুল মসীহ্র কথা জিজ্ঞাসা করতেন। আমি যখন ২০০৪ সালের এপ্রিলে বেনিনে জামাত পরিদর্শন করতে যাই তখন তিনি পরাকোতে আসেন। নাইজার বেনিনের প্রতিবেশী দেশ, সেখান থেকে ৬২ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল জলসায় আসেন। তাদের মাঝে আগাদিশের সুলতানও ছিলেন, তার সাথে সেখানে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁর ১১ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল নিয়ে জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি আমাকে বলেছেন, আমি টানা ৩/৪ দিন ভ্রমন করে এখানে এসেছি। মরুভূমির সফর অত্যন্ত কঠিন হয়ে থাকে। তিনি দুই/আড়াই হাজার কি:মি: দূরত্ব অতিক্রম করে এসেছিলেন। সেখানে তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি ছবিও উঠিয়েছেন এবং সাক্ষাত করে খুবই আনন্দিত ছিলেন। নাইজারের আহমদীদের মাঝে অনেক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা রয়েছে। তিনি সুলতান হওয়া সত্ত্বেও বরং অনেক বড় সুলতান হওয়া সত্ত্বেও তার মাঝে পরম বিনয় ও নম্রতা পরিলক্ষিত হত। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)